ফাগুনের রক্ততিলক

মমতা চৌধুরী

এবার ফাল্গুন এলো প্রশান্ত মহাসাগরের নীলাম্বরির বাঁধনে মাবোদের লাল মাটির আঙ্গিনা জড়িয়ে বাঙ্গালী স্বত্তার অহংকারের বিজয় তিলক পড়ে। । সীড্নিতে তথা সমগ্র অস্ট্রেলিয়ার, এবং বিশ্বের সব বাঙ্গালি এবং অন্যান ভাষাভাষিদের পাশে দাড়িয়ে ১৯শে ফেব্রুয়ারি সীড্নির বুকে বিশ্বের প্রথম আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা স্মৃতিসৌধের ভিত্তিপ্রস্তর স্হাপনের মহেন্দ্রক্ষনে আমর হৃদয়ের সশ্রদ্ধ পুষ্পাঞ্জলী থাকবে সকল মহান নিবেদিত প্রাণের প্রতি যারা জড়িয়ে ছিলেন ভাষা আন্দোলনের সাথে। যারা শত কণ্ঠের ভাষা হয়ে প্রতিবাদ করেছিলেন মাতৃভাষার স্হলে বিজাতিয় ভাষাকে রাষ্ট্রভাষায় অভিষিক্ত করতে। যারা মাতৃভাষাকে রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় প্রতিষ্ঠা করতে দিয়েছিলেন বুকের তাজা রক্ত দেশবেদিকার রাজপথে। তাঁদের সাথে আমার প্রাণের একান্ত অভিবাদন থাকবে যারা বাংগালির এই অপরূপ মহিমান্বিত দৃষ্টান্তকে বিশ্বের দরবারে তুলে ধরতে নিরালস চেষ্টা চালিয়েছেন বছরের পর বছর। সর্বোপরি সীড্নির একুশে একাডেমীকে, যাদের অকান্ত প্রচেষ্টায় অনন্ত সূর্যের নীচে জ্বলবে আজ থেকে প্রতিটি বাঙ্গালির হৃদয়ের খুব কাছের, একান্তকোমল আবার বজ্রকঠিন প্রতিবাদ আর অঙ্গিকারের বিজয়স্তম্ভ - বাঙ্গালী সত্তার পরিচয় আর ভাষার প্রতি একান্ত নিষ্ঠার প্রতিফলন।

১৯৫২ সনের ফাগুন তার চঞ্চলা সমিরন, সৌরভ আর অপার সৌন্দয্য নিয়ে রক্তাক্ত হয়েছিল ২১শে ফ্রেরুয়ারিতে স্বাধিকার আদায়ের দাবীতে। এ ছিলনা কোন পার্থিব অধিকারের দাবী - এ ছিল শুধু মায়ের ভাষায় কথা বলার, কাজ করার, নিজেকে তুলে ধরার জন্মগত অধিকারের দাবী। প্রতিটি বাঙ্গালীর মুখপাত্র হয়ে যারা সেদিন সোচ্চার প্রতিবাদ করেছিলেন মাতৃভাষা কেড়ে নিয়ে বিজাতীয় ভাষা চাপিয়ে দেওয়ার বিরুদ্ধে - তাদের ত্যাগে এবং এর পর এই অর্ধ শতাব্দিরও বেশি ধরে সময় কিছু নিবেদিত প্রাণ বাঙ্গালীর অক্লান্ত প্রচেষ্টায় বিশ্বের দরবারে বাংলাভাষা পেয়েছে আজ আন্তর্জাতিক মাতৃভাষার স্বীকৃতি। এ যে আমাদের সকল বাঙ্গালীর অহংকারের ঐশ্বর্য। দেশ মাতৃকা আর ভাষা আন্দোলনে জড়িয়ে থাকা সকল নিবেদিত প্রাণের কাছে এ যেন সময়ের এক বিন্দু ঋণশোধ - যারা স্বপ্ন দেখেছেন, জেগে উঠেছেন, বুঝিয়েছেন সকল সরলপ্রাণা বাঙ্গালীদের তাদের চিন্তা, চেতনায়, গানে, গদ্যে, পদ্যে, প্রতিবাদে, প্রতিরোধে। জীবনের ঝুকি নিয়ে তারা এগিয়ে গেছেন জাতীয় অস্তিত্ব টিকেয়ে রাখতে। কেউ কেউ লুটিয়ে পড়েছেন স্বৈরাচারীর বুলেটের আঘাতে তপ্ত রাজপথে নিজেরই তপ্ত রক্তের বন্যায়, আর যারা রয়ে গেছেন তারা এগিয়ে দিয়েছেন মুক্তির দিশারী পরবর্তী প্রজন্মের কাছে। তাঁদের সবার সাথে আমার হৃদয়ের সহস্র অশ্রুবিন্দুর প্রনতি থাকবে চিরদিন আমার জন্মদাতার স্মৃতির স্মরণে - যিনি ১৯৫২র রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের একজন বলিষ্ঠ অংশিদার ছিলেন।

আমার বাবা, ইস্‌হাক আখন্দ, তখন কুড়ি বছরের টগ্‌বগে তরুন। আসামের গোহাটি থেকে সদ্য এসেছেন ঢাকায়। স্কুল জীবন থেকেই রাজনীতিতে নিবেদিত প্রাণ - গোহাটি কলেজে এসেই ন্যাশনাল আওমিলীগ পার্টির সক্রিয় কর্মি হিসেবে জড়িয়েছেন নিজেকে। ১৯৫১র শুরু থেকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ক্যেমিষ্ট্রিতে পড়ছিলেন। ১৯৫২র সেই রক্তাক্ত দিনে অন্যান্য সকল নেতা কর্মিদের সংগে উনিও ছিলেন প্রতিবাদ মুখর বিছিলের প্রথম সারিতে। আমার ছেলেবেলায় উনার মুখে শুনেছি ঐ দিনের ঘটনার বিবরণ যখন উনার সামনে লুটিয়ে পড়েছেন ভাষা আন্দোলনের সৈনিকদের কেউ কেউ। খুব সম্ভব ১৯৭২ বা ১৯৭৩ সনের দৈনিক বাংলা এবং ময়মনসিংহের স্হানিয় পত্রিকায় উনি লিখেছিলেন ঐ দিনগুলোর ধারাবাহিক বিবরণ। উনি আমাকে এও বলেছিলেন ভাষা আন্দোলনের এই মহান সৈনিকদের একজন ছিলেন রিক্সাচালক এবং এক জন নিরিহ পথচারী - যাদের রক্তের ঋণে আমরা পেয়েছি বাংলাভাষাকে বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় ভাষায় আসীন করতে। উনার আলোচনায় অনেকের সাথে যে নাম গুলো বার বার ফিরে এসেছে তারা হলেন ডঃ আলীম আল রাজী, গাজিউল হক, 'সুলতান ভাই', 'তোহা ভাই' এমনি আরো অনেকে - তাঁদের সবার প্রতি আমার সশ্রদ্ধ প্রনতি আজকের এই দিনে। আমার বাবা র নামে হুলিয়া ছিল সেই দিন, গুরুতর আহত হয়ে ময়মনসিংহে মার কাছে আশ্রয় নেন তিনি। ব্যক্তিত্বশালীনি মা, যিনি প্রায় নিরক্ষর হয়েও তার চার সন্তানকে পাঠিয়েছিলেন দেশের সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠে, তার সবচেয়ে কাছের সন্তানের জীবনের নিরাপত্তাই সেদিন বড় হয়ে দেখা দিয়েছিল। আমার বাবাকে উনার মার কাছে সাময়িক ভাবে হলেও অংগিকার বদ্ধ হতে হলো জীবনের ঝুকি নিয়ে রাজনৈতিক অঙ্গনে ফিরে না যাওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে। উনি পারেননি ঐ প্রতিজ্ঞা রক্ষা করতে - বার বার ছুটে গেছেন অন্যায় আর স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে তীব্রপ্রতিবাদ নিয়ে।

ক'মাস পরেই ফিরে এলেন ঢাকায়, ঢাকা ভার্সিটি ছেড়ে জগন্নাথ কলেজে, বি এস সি পাস করলেন। এম এস সি পড়া শুরু করেও ছেড়ে দিলেন জীবিকার তাগিদে - কিন্তুরাজনীতিকে ছাড়তে পারলেন না সেই দিন পর্যন্ত যেদিন উনার গুরু মজলুম জননেতা মওলানা ভাসানী পরলোক গত হলেন। আমার আজও মনে পড়ে ১৯৭৬র সেই দিনই প্রথম আমি আমার বাবার ধূসর আঁখিতে দেখেছি অশ্রুর ধারা। বলেছিলেন সেদিন তিনি আজ হতে আমারও সক্রিয় রাজনৈতিক জীবনের অবসান হলো। পরবর্তিতে অনেক ভাঙ্গন আর পরিবর্তন হয়েছে দেশের রাজনীতির অঙ্গনে, আমার মার কাছে এখনও আছে রাষ্ট্রপ্রধানের কাছ থেকে আমার বাবাকে মন্ত্রিপরিষদে সদস্য হওয়ার সাদর আহ্‌বান - যা তিনি ফিরিয়ে দিয়েছেন বিনীত ভাষায়। নিজেকে আবদ্ধ রেখেছেন সংসার আর নিজের কর্মক্ষেত্রে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত। আমার বড় দুঃখ হয় আমি আমার বাবাকে বাবা হিসেবে যতটা কাছ থেকে দেখেছে, ততটা ভাল করে জানতে পারলাম না তার রাজনৈতিক জীবন - বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাস রচনার নক্সার অনেক তথ্যের সাথেই উনি ওতোপ্রতো ভাবে জড়িয়ে ছিলেন। যখন উনার বলার অবকাশ ছিল, আমি তখন ছুটছি পৃথিবীময় নিজের জীবনের তাগিদে, আর যেদিন আমি ছুটে গেলাম উনাকে

একজন বাবা নয়, একজন মানুষ হিসেবে জানার আকাংখা নিয়ে, সেদিন উনি নির্মিলীত আঁখিতে আমার তরে শেষ বিদায়ের প্রতিক্ষারত ছিলেন। যাঁদের সাথে উনার নিত্যদিনের উঠাবসা ছিল রাজনৈতিক অঙ্গনে, তারাও সবাই আজ গত প্রায়। বাংলাদেশের মানচিত্র নক্সা রচনায় যাদের অবদান রয়েছে কিছুনা কিছু, তাদের অনেকেই দেখেছি আমার ছেলেবেলায় আমার বাবার ছোট্ট সাদামাটা অফিস কক্ষে, কখনও বা বসার ঘরে ঘন্টার পর ঘন্টা আলোচনায় মগ্ন থাকতে। ঐ আলোচনার যে দু'চারটি বাক্য, শব্দ এসে আমার শিশু মনে গাঁথা হয়ে গেছে তা আজও আমায় একজন গর্বিত বাংগালী হিসেবে - সর্বোপরি একজন মুক্তমনা মানুষ হওয়ার প্রচেষ্টায় আমায় পথ দেখায়।

আমার বাবার শিক্ষা এবং ভাষার প্রতি যে অগাধ মূল্যবোধ ছিল তার একটু উল্লেখ করেই শেষ করবো এই লেখা। নিজে বিজ্ঞানের শিক্ষানবিশ হয়েও আমাকে যখন আর্টসে পড়াতে স্বাবস্ত্য করলেন - তখন অন্যান্য শিক্ষক বৃন্দের সাথে আমার স্কুলের প্রিন্সিপাল মিসেস ওবায়দা সাদ ও বেশ আশ্চর্য হলেন। আমার অভিভাবকদের সালাম পাঠানো হলো প্রিন্সিপালের অফিসে। বলা হলো মানবিক ও বিজ্ঞান গ্রুপের জন্য টেষ্ট পরিক্ষায় সর্বোচ্চ নাম্বার পাওয়া ছাত্রীর বিজ্ঞান পড়ার অনিহায় উনারা একটু সন্তিত। বাবা বললেন 'আমার মেয়ের যেন নিজের ভাষা এবং সাহিত্যের প্রতি অনুরাগ গড়ে উঠে - জীবনকে দেখতে ও বুঝতে পারে যেন সে জীবনেরই কথকতা থেকে আলো নিয়ে - তা যে কোন ভাষায়ই হোক না কেন - ওর জন্য ঐ পথটুকু না হয় খোলা রইল'। পরবর্তি জীবনে আমার হয়ে উঠেনি সাহিত্যকে জীবন ও কেরিয়ারের অংগ করে এগিয়ে যেতে, তবে ভাষা ও সাহিত্যের প্রতি অনুরাগ যেন উত্তর উত্তর বেড়েই গেছে ধমনির প্রবাহে। আমার মা এবং আমার বোন বাবার সেই সাধ পুরন করেছে বাংলা সাহিত্যকে তাদের উচ্চতর শিখার বাহন করে। এ জন্য আমরা সবাই ঋণী আমার বাবার কাছে। আমার ভেতর শিক্ষা আর জ্ঞানের প্রতি আগ্রহের যে দীপ উনি জ্বালিয়ে ছিলেন তারই আলো আমায় পথ দেখিয়ে নেয় জীবনের পথে পথে আজও - এই আমার সবচেয়ে বড় শক্তি।

দক্ষিন প্রশান্ত মহাসাগরের নীলজলের কোল ঘেসে বিশ্বরে প্রথম আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা স্মৃতিসৌধের প্রস্তরে অনেকের সাথে সেই ফাগুনের দিনে ঝড়ে যাওয়া আমার জন্মদাতার একফোঁটা তরুন রক্ত ও আজ আমার একবিন্দু অশ্রুজল চিরদিন মিশে থাকবে আমার হৃদয় নিংড়ানো শ্রদ্ধাঞ্জলী হয়ে আমার জন্মভূমি ও মাতৃভাষার প্রতি নিবেদিত সকল অক্ষয়প্রাণদের প্রতি।

লেখাটি ১৯ ফেব্রুয়ারী ২০০৬ সিডনীতে আন্তর্জাতি মাতৃভাষা দিবসের স্মৃতিসৌধ উন্মোচন উপলক্ষে একুশে একাডেমী অষ্ট্রলিয়া কতৃক প্রকাশিত সংকলনে প্রথম প্রকাশিত হয় ।